রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃতির ছবি

(১৯০১-১৯১৪)

দ্বিতীয় খণ্ড

অভীককুমার দে

পুনশ্চ

ভূমিকা

স্মৃতির ছবি প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে। এই চিত্রজীবনীতে রবীন্দ্রজীবনের প্রথম চল্লিশ বছর তাঁর ছবিতে পাণ্ডুলিপিতে, তাঁর স্মৃতি-বিজড়িত গৃহ-প্রতিষ্ঠান, শংসাপত্র ও অন্যান্য বিষয়বস্তুর সাহায্যে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম, তখন ভেবেছিলাম তাঁর জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ বছর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশের পরিকল্পনা করা যাবে। তা কিন্তু হল না। স্মৃতির ছবি দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯০১-১৪ সাল পর্যন্ত মাত্র এই চোদ্দো বছর সাজানো গেল।

স্মৃতির ছবি প্রথম খণ্ড যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন এই চিত্রজীবনীর উদ্দেশ্য কী ছিল। রবীন্দ্রজীবনী রচনার সিংহভাগ উপকরণ যে প্রতিষ্ঠানের অধিকারে সংরক্ষিত তার ব্যবহারের সুযোগ আমার জন্য সম্পূর্ণ বিনাকারণে অপ্রাপ্য হয়েছিল বলে উপকরণ সংগ্রহের পথ সুগম ছিল না। অপরিমেয় বাধা পার হতে বহু বছর লেগেছিল। এখনও পরিস্থিতি একই, তবে কিছু কিছু রবীন্দ্র চিত্রজীবনের উপাদানের সঞ্চয় তো করেই চলেছি, তারই উপর নির্ভর করে, যথাসাধ্য মধ্যবর্তী ফাঁক পূরণ করার চেষ্টা করে, যে অপরিহার্য উপাদান আমার সংগ্রহে নেই তার সন্ধানে ঘুরে কখন যে আরও এতগুলো বছর কেটে গেল তার হিসাব রাখিনি।

ইচ্ছা ছিল এই দ্বিতীয় খণ্ডে এই চিত্র বিধৃত জীবন সম্পূর্ণ করা যাবে। সে ইচ্ছা অনেকটাই মন থেকে সরে গেছে। আশা ছিল অন্তত আরও দুটি খণ্ডে এই জীবনী সম্পূর্ণ করতে পারব। একটি খণ্ড ১৯২০ সাল পর্যন্ত, বাকি জীবন নিয়ে তৃতীয় খণ্ড। কার্যত স্মৃতির ছবি দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তত ১৯২০ সাল পর্যন্ত দেওয়া যে গেল না তার কারণ উপকরণের ঘাটতি নয়, তার বাহুল্য।

এই পর্ব শুরু হল শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভাবনা নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন,—প্রিয়জনদের মৃত্যুর মিছিল সেখানে। বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদনা, ভাণ্ডার সম্পাদনা ইত্যাদি আরও নানা দায়িত্ব। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনটি বড়ো উপন্যাস রচনা, নৈবেদ্য থেকে গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরকালে শুধু নয়, এই দশকে পরাধীন দেশের নানা দাবিতে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসী সমাজ-মন গড়ে তোলবার আর্তিতে তিনি নানা কথা ভাবছেন। অজস্র প্রবন্ধ লিখছেন। নিজেকে নানাখানা করে দেখছেন, প্রকাশ করছেন, এই সব নানা বাইরের দাবিতেও ছড়িয়ে যাচ্ছেন। আবার একসময় চেষ্টা করছেন নিভৃত কোণটি খুঁজে নিতে যেখানে তাঁর সত্তার প্রকৃত অবস্থান। এই সময় স্বাস্থ্যজনিত একটা রুগ্নতা ছিল, বাইরে প্রকাশ না পেলেও শোকের বেদনা হয়তো তাঁকে ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করেছিল। কিন্তু কোনো বাধা কোনো আঘাতই তাঁকে দীন করেনি, বরং তাঁকে যেন অন্তরের শক্তিতে আরও বলবান করে তুলেছিল। তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর চিন্তায়, তাঁর কর্মে নিত্য সেই শক্তির আত্মপ্রকাশ, কোথাও তার দুর্বলতা নেই। 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা'—তারই আলোয় পথ চিনে চলেছেন। কোনো সমালোচনা কোনো বিরোধিতার ক্ষমতা ছিল না তাঁর পথ রোধ করে।

শারদোৎসব-এ শরৎ প্রকৃতির আনন্দে মন মাতোয়ারা হল, নাচে গানে তাঁর বিদ্যালয়ের ছেলেদের মাতিয়ে তুললেন। ডাকঘর যখন লিখলেন তার আগে থেকে মন কেবলই বলেছিল, 'চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে— সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে,' এখান থেকে যেতে হবে কিছু অপেক্ষা করছে হয়তো মৃত্যু। 'মৃত্যু নয়, মৃত্যুতরণতীর্থে' উত্তীর্ণ হবার পথ যেমন দেখেছিল তাঁর রাজা নাটকের সুদর্শনা, রবীন্দ্রনাথও তেমনি করেই নূতন জীবনে উত্তীর্ণ হলেন। গীতাঞ্জলির অনুবাদ খাতাখানি নিয়ে ইংল্যান্ডের পথে যাত্রা করেছিলেন। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন বন্ধু, Gatanjali তাঁর জীবনকে দিল নূতনতর মাত্রা। কাব্যের স্বীকৃতি, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি—নতুন আলো এসে পড়ল কবির উপর। তবু জীবন তো সত্যই নাটকের মতো ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে থামে না। সে আবার ফেরে তার নিজের পরিচিত বৃত্তের মধ্যে। সেই সঙ্গেই নূতনতর সৃষ্টির আহ্বানে সেখানে শত সমস্যা জড়িয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের ভাবনা চলে, ব্যক্তিগত জীবন চলে। সাড়া দেন, ভিতরে যে জেগে বসে আছে সেও তার দাবি ছাড়ে না। এই জীবনেরই টুকরো রেখাচিত্র আঁকা হল এই স্মৃতির ছবি দ্বিতীয় খণ্ডে। তাঁর জীবনের ও মনের একটু আভাস যদি এ বই দর্শক-পাঠকের কাছে বহন করে নিয়ে যেতে পারে, এই প্রয়াস তবে ধন্য হবে।

একথা কবুল করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, এ শহরে নামগোত্রহীন কারও পক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সামান্যতম

সাহায্য আশা করা বোকামি। যতদিন যাচ্ছে আরও আরও কিভাবে সংগৃহীত তথ্য কুক্ষিগত করে রাখা যায় তারই জটিল জাল বোনা হচ্ছে। পুরানো পত্র-পত্রিকা-গ্রন্থ থেকে ছবি তোলার অনুমতি পাওয়া দুরূহ। অনেক সময় অর্থমূল্যের বিনিময়ে সম্মতি মেলে। এ কাজের প্রধান উপজীব্য ছবি। এভাবে কতদূর চলা সম্ভব। তাবলে সব অভিজ্ঞতাই নৈরাশ্যজনক নয়, কোথাও কখনো আশার আলো চোখে পড়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে সাধারণ পাঠককে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের মহানির্দেশক শ্রীস্বপন চক্রবর্তী। তাঁর কাছে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। এই খণ্ডে ছবি যা দিতে পারা গেল তার বেশিরভাগই ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে উজাড় করে দিয়েছেন শ্রীসুবিমল লাহিড়ী, শ্রীঅশোককুমার রায় এবং শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। কিছু ছবির সমস্যা মিটিয়েছেন শ্রী অপূর্ব সমাদ্দার, বন্ধু শ্রীশিবাদিত্য সেনের যোগাযোগে শান্তিদেব ঘোষের সংগ্রহ দেখার সুযোগ হয়েছে। সেগুলি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন শ্রীশমীক ঘোষ। এঁরা কেউই স্বীকৃতির প্রত্যাশী নন, তাঁরা কাজটা করতে পারার আনন্দ আমার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

Gitanjali-র মূল পাণ্ডুলিপি বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুটন লাইব্রেরিতে রক্ষিত। এই পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীমোহনদাস ভাই পটেল। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ রোটেনস্টাইন পেপারস মাইক্রোফিল্মে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন শ্রীশুভতোষ ঘটক। এঁদের আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি শ্রী অনুপকুমার মতিলালকে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি আলোকচিত্র সম্বলিত একটি দুষ্প্রাপ্য স্মারকগ্রন্থ তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন।

যথারীতি এ খণ্ডের প্রস্তুতিতে শ্রীশঙ্খ ঘোষ এবং শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ পরামর্শ আমাকে পথ দেখিয়েছে। এঁদের আমার প্রণাম জানাই।

বেশ কয়েকটি ছবিকে মুদ্রণযোগ্য করে দিয়েছেন শ্রীগোপী দেসরকার। সমগ্র গ্রন্থসজ্জা ধৈর্য সহকারে সুসম্পন্ন করেছেন শ্রী রোমিও দে। তাঁর সঙ্গী ছিলেন শ্রীগৌতম সিন্‌হা। গ্রন্থটির প্রকাশ যাতে নিখুঁত হয় তার জন্য সার্বিক দৃষ্টি যিনি রেখেছিলেন তিনি শ্রীমতী আঁখি সিনহারায়। আমার কাজের সঙ্গী এই অনুজদের মঙ্গলকামনা করি।

১ বৈশাখ, ১৪১৯
কলকাতা

অভীককুমার দে

তারপরে সেদিনকার বালক এখন যৌবনের প্রৌঢ় বিভাগে। ছেলেদের শিক্ষার
তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন? আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম
শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ
বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তাহলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনি
উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে।
পাছে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। এখনকার
কালের আশ্রমের মধ্যে নানারকম লোকের সমাবেশে পরিবর্তন যে আসেনি তা নয়, এ সম্বন্ধেই আশা করা বাহুল্য। যদি
তার বুকে এ চিন্তার ইচ্ছা করি তাহলে আশ্রমকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাকে নির্জীব করে
রাখতে হয়। মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাণবান বস্তুমাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে
বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে। তাকে অত্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে
ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই নিয়ে কিছুদিন প্রবলভাবেই আঘাত চলছিল।

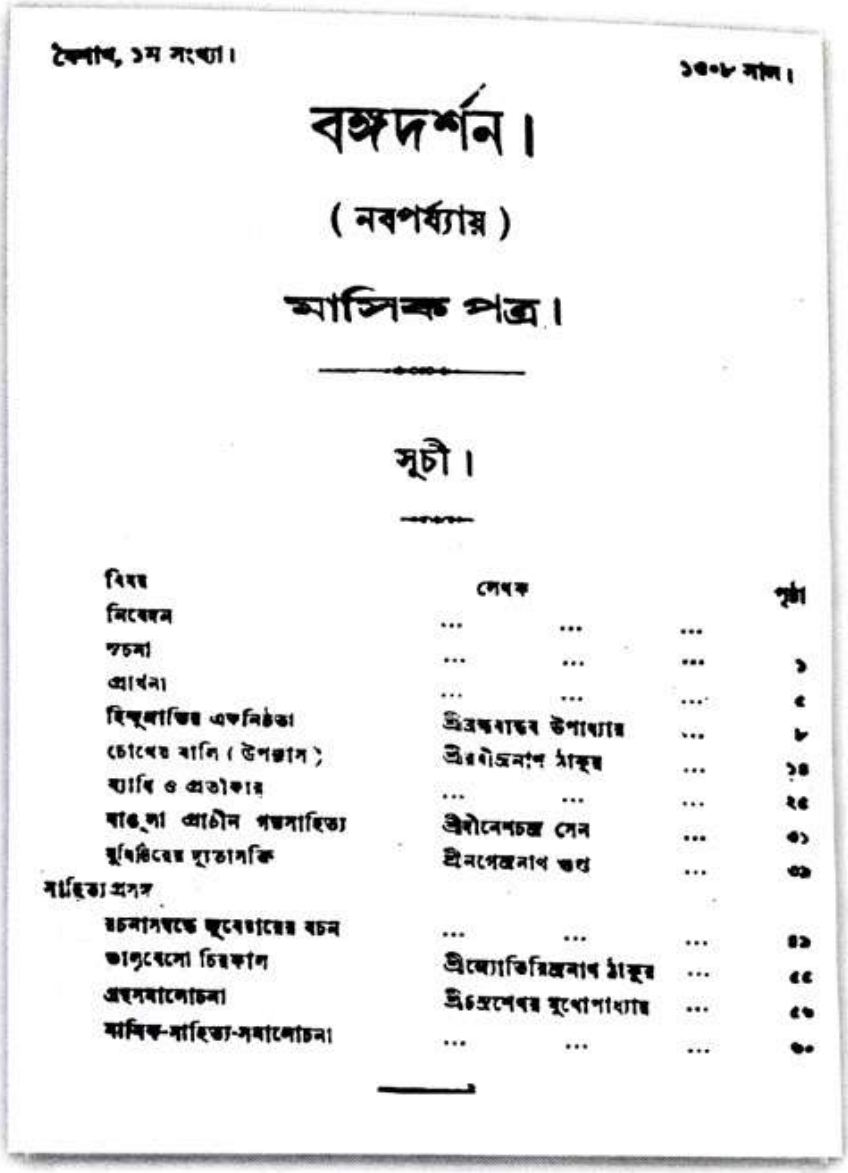

বৈশাখ, ১ম সংখ্যা। ১৩০৮ সাল।

বঙ্গদর্শন।

(নবপর্য্যায়)

মাসিক পত্র।

সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নিবেদন	... ...	
সূচনা	... ...	১
প্রার্থনা	... ...	৫
হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা	শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ...	৮
চোখের বালি (উপন্যাস)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৪
ব্যাধি ও প্রতীকার	... ...	২৫
বাঙ্গলা প্রাচীন গদ্যসাহিত্য	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ...	৩১
যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৩৯
সাহিত্য-প্রসঙ্গ		
রচনাসম্বন্ধে ভূদেববাবুর বচন	... ...	৪৯
ভালবেসো চিরকাল	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৫
গ্রন্থসমালোচনা	শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ...	৫৬
মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা	... ...	৬০

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে।...
বঙ্গদর্শনের নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও সর্বদা সচেষ্ট সচেতন থাকিতে হইবে। সম্পাদক এ কথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন— সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।

প্রবাসী
সচিত্র
মাসিক পত্র।
সম্পাদক
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ।

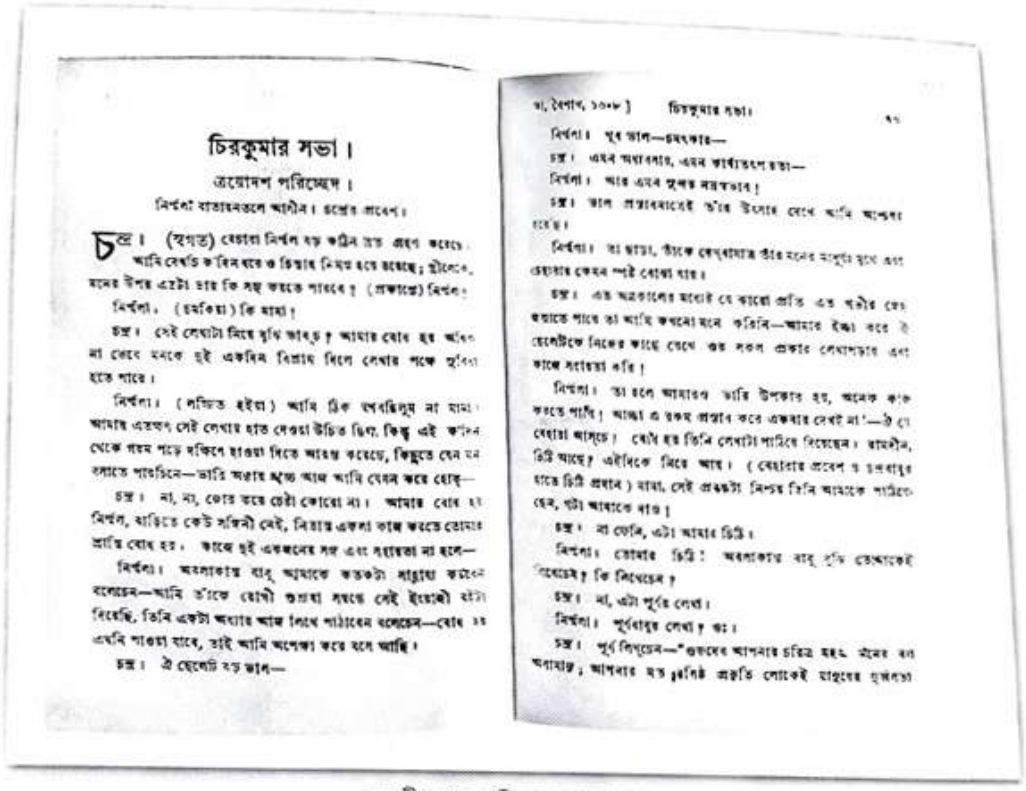

চিরকুমার সভা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। (স্বগত) বেচারা নির্ম্মল বড় কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। আমি দেখ্‌চি ক'দিন ধরে ও ক্রমাগত নিযুক্ত হয়ে রয়েছে; স্ত্রীলোকের মনের উপর এটা চাপ কি সহ্য করতে পারবে? (প্রকাশ্যে) নির্ম্মল!

নির্ম্মলা। (চমকিয়া) কি মামা?

চন্দ্র। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাব্‌চ? আমার বোধ হয় আজ না লেখে মনকে দুই একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হতে পারে।

নির্ম্মলা। (লজ্জিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবছিলুম না মামা। আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই জানলা থেকে রদ্দুর পড়ে দখিনে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুতে যেন মন বসাতে পারছিনে—ভারি অন্যায় হচ্ছে আর আমি যেমন করে হোক্‌—

চন্দ্র। না, না, জোর করে চেষ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্ম্মল, বাড়িতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিয়ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। তাতে দুই একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হলে—

নির্ম্মলা। অবলাকান্ত বাবু আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেছেন—আমি তাঁকে মেয়েদের সম্বন্ধে সেই ইংরাজী বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেছেন—বোধ হয় এখনি পাওয়া যাবে, তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্র। ঐ ছেলেটি বড় ভাল—

য়, বৈশাখ, ১৩০৮] চিরকুমার সভা।

নির্ম্মলা। খুব ভাল—চমৎকার—

চন্দ্র। এমন অমায়িক, এমন কার্য্যতৎপর ছেলে—

নির্ম্মলা। আর এমন সুন্দর স্বভাব!

চন্দ্র। ভাল সভ্যবর্গদের মধ্যে তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।

নির্ম্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখ্‌বামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য্য মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্র। এত অল্পকালের মধ্যেই যে কারো প্রতি এত গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করিনি—আমার ইচ্ছা করে ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকল প্রকার লেখাপড়ায় এবং কাজে সহায়তা করি।

নির্ম্মলা। তা হলে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি। আচ্ছা এ রকম প্রস্তাব করে একবার দেখই না।—ঐ যে বেহারা আস্‌চে। বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রামদীন, চিঠি আছে? এইদিকে নিয়ে আয়। (বেহারার প্রবেশ ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি প্রদান) মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও।

চন্দ্র। না বেটি, এটা আমার চিঠি।

নির্ম্মলা। তোমার চিঠি? অবলাকান্ত বাবু বুঝি তোমাকেই লিখেছেন? কি লিখেছেন?

চন্দ্র। না, এটা পূর্ণর লেখা।

নির্ম্মলা। পূর্ণবাবুর লেখা? ওঃ।

চন্দ্র। পূর্ণ লিখ্‌ছেন—"গুরুদেব আপনার চরিত্র মহৎ, অন্তর বড় উদার; আপনার মত মহৎ প্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্ব্বলতা

ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে

চিরকুমার গরমের সময় আরম্ভ করেছিলুম ভেবেছিলুম এইভাবে তোড়ের মুখে লিখে যাব— কিন্তু ক্রমে যখন হেমন্তের হিম এবং শীতের কুয়াশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ধরল তখন কল্পনার ডানা প্রতিদিনই জড়িয়ে আসতে লাগল— তখন নিজের উপর এবং লেখার উপর নিতান্তই জুলুম চালাতে হল। ফি বারেই অনিচ্ছা এবং জড়ত্বের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে করতে লেখা সারতে হল। আমার কল্পনা গ্রীষ্ম ঋতুতে ফোটে, বর্ষা এবং শরৎ পর্যন্ত থাকে তার পর ঝরতে থাকে। সেই জন্যে সম্বৎসর নিয়মিত যোগান্ দেবার কোনো ভার গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসঙ্গত ...

বন্ধুদের সঙ্গে :
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন এবং বৈকুণ্ঠনাথ দাশ